কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ঘুষ না দেওয়ায় শিক্ষিকার যোগদান আটকে আছে

শরীফুল আলম সুমন ▷

ঘুষ না দেওয়ায় মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহানাজ আক্তারকে ২০১৩ সালে তিন মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। সেই ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও দুই বছর ধরে তাঁকে ঘোরানো হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে যোগদান করতে দিচ্ছে না। এ ছাড়া শিক্ষক নিয়োগে লাখ লাখ টাকার বাণিজ্য ও স্কুল ফান্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

ঘুষ না দেওয়ায় শিক্ষিকার যোগদান আটকে আছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। গত রবিবার এসব বিষয়ে অভিযোগ জমা পড়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে (ডিআইএ)। অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উভয় দপ্তর।

মাউশি অধিদপ্তর সূত্র জানায়, দুর্নীতির বিষয়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই গতকাল সোমবার মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন পরিচালককে (কলেজ ও প্রশাসন) বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। ডিআইএর পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) এস এম কামরুজ্জামান বলেন, 'আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। তদন্তের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জানা যায়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ২০১০ সালের মে মাসে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান শাহানাজ আক্তার। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁর কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন পরিচালনা কমিটির কয়েকজন সদস্য। টাকা না দিলে কোনোভাবেই চাকরি করতে পারবেন না বলে জানানো হয় তাঁকে। শাহানাজ আক্তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তিন বছর চাকরি চালিয়ে গেলেও ঘুষ না দেওয়ায় ২০১৩ সালে তাঁকে (শাহানাজ) তিন মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠায় কর্তৃপক্ষ। টাকা না দিলে আর যোগদান করতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়।

শাহানাজ আক্তার গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গভর্নিং বডির সদস্যরা আমাকে বলেছেন এখানে শিক্ষকতা করতে হলে অন্য শিক্ষকের মতো টাকা দিয়েই করতে হবে। আমার কাছে ১০ লাখ টাকা চাওয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও আমাকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। অনেক দিন স্কুল কর্তৃপক্ষের পেছনে ঘুরে অবশেষে মামলাও করেছি। তা বিচারাধীন আছে।

আমাকে প্রতিনিয়ত হুমকি দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি না করি। শুধু আমিই না, এ স্কুলেরই আরো শিক্ষককে বরখাস্ত করে বা বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়ে টাকার বিনিময়ে আবারও পুনর্বহাল করা হয়েছে। টাকা ছাড়া এখানে কিছুই হয় না।'

মাউশির কাছে শিক্ষক-অভিভাবকদের লিখিত অভিযোগে বলা হয়, গত ২২ অক্টোবর সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে। কিন্তু ছয় থেকে আট লাখ করে টাকা নিয়ে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কলেজ শাখায় ১৩ জন এবং স্কুল শাখায় বেশ কয়েকজন শিক্ষককে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের স্থায়ী করারও আশ্বাস দেওয়া হয়। এমনকি এ নিয়োগে মাউশির কোনো প্রতিনিধিও ছিল না।

গত ৫ নভেম্বর গভর্নিং বডি সভা করে। গভর্নিং বডির সভাপতি পেছনের তারিখ দিয়ে সব শিক্ষকের নিয়োগপত্র দেন। গত ছয়-সাত বছরে এভাবে টাকার বিনিময়ে দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়।

অভিযোগে আরো বলা হয়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয় বলা হলেও সম্প্রতি দুইজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাঁদের শিক্ষাজীবনে দুটি তৃতীয় বিভাগ রয়েছে।

এ ছাড়া স্কুলের সামনের জায়গায় দোকান বসিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য ২২ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে অথচ এর তিন ভাগের এক ভাগও খরচ করা হয়নি। স্কুল ভবন নির্মাণের নকশা পাস করানোর জন্য চার লাখ টাকা তোলা হয়েছে ফান্ড থেকে।

অভিযোগের বিষয়ে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা সামসী গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই মিথ্যা। সরকারের সব নিয়ম মেনেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগে মাউশি প্রতিনিধিও ছিল। আসলে একটি মহল অপপ্রচার করছে। তারাই মাউশির কাছে এসব অভিযোগ দিয়েছে। আগেও আমাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে মাউশি তদন্ত করেছে, কিছুই পায়নি। বিস্তারিত জানতে চাইলে একদিন অফিসে আসুন।'